بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বই নং ৪৫। www.motaher21.net

فَتَبَيَّنُوْا

" পরীক্ষা !"

" Verify !"

সুরা: আল-হুজুরাত

আয়াত নং :-6

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, যদি কোন ফাসেক তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে তাহলে তা অনুসন্ধান করে দেখ। এমন যেন না হয় যে, না জেনে শুনেই তোমরা কোন গোষ্ঠীর ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।

তাফসীর :

এ আয়াত নাযিল হওয়ার একটি কারণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা হলো, বনিল মুস্তালিক গোত্রের সরদার, উম্মুল মুমিনিন জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর পিতা হারেস ইবনে দ্বিরার বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং যাকাত প্রদানের আদেশ দিলেন। আমি ইসলামের দাওয়াত কবুল করতঃ যাকাত প্রদানে স্বীকৃত হলাম এবং বললামঃ এখন আমি স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও ইসলাম ও যাকাত প্রদানের দাওয়াত দেব। যারা আমার কথা মানবে এবং যাকাত দেবে আমি তাদের যাকাত একত্রিত করে আমার কাছে জমা রাখব। আপনি অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যন্ত কোন দূত আমার কাছে প্রেরণ করবেন, যাতে আমি যাকাতের জমা অর্থ তার হাতে সোপর্দ করতে পারি। এরপর হারেস যখন ওয়াদা অনুযায়ী যাকাতের অর্থ জমা করলেন এবং দূত আগমনের নির্ধারিত মাস ও তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোনো দূত আগমন করল না, তখন হারেস

আশঙ্কা করলেন যে, সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনা কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। নতুবা ওয়াদা অনুযায়ী দূত না পাঠানোর কোনা কারণ থাকতে পারে না। হারেস এই আশঙ্কার কথা ইসলাম গ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছেও প্রকাশ করলেন এবং সবাই মিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ধারিত তারিখে ওলিদ ইবনে ওকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে যাকাত গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পথিমধ্যে ওলিদ ইবনে ওকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মনে ধারণা জাগ্রত হয় যে, এই গোত্রের লোকদের সাথে তার পুরাতন শত্রুতা আছে। কোথাও তারা তাকে পেয়ে হত্যা না করে ফেলে। এই ভয়ের কথা চিন্তা করে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে যেয়ে বলেন যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করারও ইচ্ছা! করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগান্বিত হয়ে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করলেন। এদিকে মুজাহিদ বাহিনী রওয়ানা হলো এবং ওদিকে হারেস জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনারা কোন গোত্রের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন? উত্তর হলোঃ আমরা তোমাদের প্রতিই প্রেরিত হয়েছি। হারেস কারণ জিজ্ঞেস করলে তাকে ওলিদ ইবনে ওকবা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ ও তার প্রত্যাবর্তনের কাহিনী শুনানা হলো এবং ওলিদের এই বিবৃতিও শুনানো হলো যে, বনিল-মুস্তালিক গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। এ কথা শুনে হারেস বললেনঃ সে আল্লাহর কসম, যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে রাসূল করে প্রেরণ করেছেন, আমি ওলিদ ইবনে ওকবাকে দেখিওনি। সে আমার কাছে যায়নি। অতঃপর হারেস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি যাকাত দিতে অস্বীকার করেছ এবং আমার দূতকে হত্যা করতে চেয়েছ? হারেস বললেনঃ কখনই নয়; সে আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য পয়গামসহ প্রেরণ করেছেন, সে আমার কাছে যায়নি এবং আমি তাকে দেখিওনি। নির্ধারিত সময়ে আপনার দূত যায়নি দেখে আমার আশঙ্কা হয় যে, বোধ হয়, আপনি কোনো ত্রুটির কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই আমরা খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। হারেস বলেন, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা হুজুরাতের আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২৭৯, ৩/৪৮৮]

অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে এ আয়াতটি ওয়ালিদ ইবনে উকবা আবী মু'আইত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এর পটভূমি হচ্ছে, বনী মুসতালিক গোত্র মুসলমান হলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের থেকে যাকাত আদায় করে আনার জন্য ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে পাঠালেন। সে তাদের এলাকায় পৌঁছে কোন কারণে ভয় পেয়ে গেল এবং গোত্রের লোকদের কাছে না গিয়েই মদীনায় ফিরে গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বলে অভিযোগ করলো যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। এ খবর শুনে নবী (সা.) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের শায়েস্তা করার জন্য এক দল সেনা পাঠাতে মনস্থ করলেন। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সেনাদল পাঠিয়েছিলেন এবং কোন কোনটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মোটকথা, এ বিষয়েই সবাই একমত যে, এ সময় বনী মুসতালিক গোত্রের নেতা হারেস ইবনে দ্বেরার (উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়াইরিয়ার পিতা) এক প্রতিনিধি দল নিয়ে নবীর ﷺ খেদমতে হাজির হন। তিনি বললেনঃ আল্লাহর কসম যাকাত দিতে অস্বীকৃতি এবং ওয়ালীদকে হত্যা করার চেষ্টা তো দূরের কথা তার সাথে আমাদের সাক্ষাত পর্যন্ত হয়নি। আমরা ঈমানের ওপর অবিচল আছি এবং যাকাত প্রদানে আদৌ অনিচ্ছুক নই। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। এ ঘটনাটি ইমাম আহমাদ, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী এবং ইবনে জারীর সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ হযরত

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হারেস ইবনে দ্বেরার মুজাহিদ, কাতাদা, আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা, ইয়াযীদ, ইবনে রুমান, দ্বহহাক এবং মুকাতিল ইবনে হাইয়ান থেকে উদ্ধৃত করেছেন। হযরত উম্মে সালামা বর্ণিত হাদীসে পুরো ঘটনাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে সুস্পষ্টভাবে ওয়ালিদের নামের উল্লেখ নেই।এ নাজুক পরিস্থিতিতে যখন একটি ভিত্তিহীন খবরের ওপর নির্ভর করার কারণে একটি বড় ভুল সংঘটিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো, সে মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এ মৌলিক নির্দেশটি জানিয়ে দিলেন যে, যখন তোমরা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর পাবে যার ভিত্তিতে বড় রকমের কোন ঘটনা সংঘটিত হতে পারে, তখন তা বিশ্বাস করার পূর্বে খবরের বাহক কেমন ব্যক্তি তা যাঁচাই করে দেখো। সে যদি কোন ফাসেক লোক হয় অর্থাৎ যার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই প্রতীয়মান হয় যে, তার কথা নির্ভরযোগ্য নয় তাহলে তার দেয়া খবর অনুসারে কাজ করার পূর্বে প্রকৃত ঘটনা কি তা অনুসন্ধান করে দেখো। আল্লাহর এ হুকুম থেকে শরীয়াতের একটি নীতি পাওয়া যায় যার প্রয়োগ ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। এ নীতি অনুসারে যার চরিত্র ও কাজ-কর্ম নির্ভরযোগ্য নয় এমন কোন সংবাদদাতার সংবাদের ওপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা জাতির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী সরকারের জন্য বৈধ নয়। এ নীতির ভিত্তিতে হাদীস বিশারদগণ হাদীস শাস্ত্রে, "জারহ ও তা'দীল" --এর নীতি উদ্ভাবন করেছেন। যাতে যাদের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসমূহ পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌঁছেছিলো তাদের অবস্থা যাঁচাই বাছাই করতে পারেন। তাছাড়া সাক্ষ্য আইনের ক্ষেত্রে ফকীহগণ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, এমন কোন ব্যাপারে ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না যার দ্বারা শরীয়াতের কোন নির্দেশ প্রমাণিত হয় কিংবা কোন মানুষের ওপর কোন অধিকার বর্তায়। তবে এ ব্যাপারে পণ্ডিতগণ একমত যে, সাধারণ পার্থিব ব্যাপারে প্রতিটি খবরই যাঁচাই ও অনুসন্ধান করা এবং খবরদাতার নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরী নয়। কারণ আয়াতে نبأ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি সব রকম খবরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, শুধু গুরুত্বপূর্ণ খবরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ কারণে ফকীহগণ বলেন, সাধারণ এ খুঁটিনাটি ব্যাপারে এ নীতি খাটে না। উদাহরণস্বরূপ আপনি কারো কাছে গেলেন এবং বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। বাড়ীর ভিতর থেকে কেউ এসে বললো, আসুন। এক্ষেত্রে আপনি তার কথার ওপর নির্ভর করে প্রবেশ করতে পারেন। বাড়ীর মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতির সংবাদদাতা সৎ না অসৎ এক্ষেত্রে তা দেখার প্রয়োজন নেই। অনুরূপ ফকীহগণ এ ব্যাপারেও একমত যেসব লোকের ফাসেকী মিথ্যাচার ও চারিত্রিক অসততার পর্যায়ের নয়, বরং আকীদা-বিকৃতির কারণে ফাসেক বলে আখ্যায়িত তাদের সাক্ষ্য এবং বর্ণনাও গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু আকীদা খারাপ হওয়া তাদের সাক্ষ্য ও বর্ণনা গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক নয়।

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, অলীদ বিন উকবা (রাঃ) সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তাঁকে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বানী মুসতালিক গোত্রের যাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি রাস্তা থেকে ফিরে এসেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করার মনস্থ করেছে (উল্লেখ্য যে, অলীদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে উক্ত গোত্রের পূর্ব শত্র"তা ছিল)। এ সংবাদের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলেন। কিন্ত পরক্ষণে জানতে পারলেন যে, সংবাদটি ভুল ছিল। অলীদ (রাঃ) সেখানে যাননি। ঘটনাটি আরো বিস্তারিত রয়েছে। তবে ঘটনাকে অনেকে সনদ ও বাস্তবতার দিক দিয়ে দুর্বল বলেছেন। আবার অনেকে হাসান বলেছেন। তাই এ ধরণের কথা রাসূলুল্লাহ

(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীদের ব্যাপারে বলা ঠিক নয়। তবে আয়াতের শানে নূযুলের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, এতে অতি গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি নীতি বর্ণনা করা হয়েছে যা বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনে বড় গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক সাংবাদিক ও শাসকের উচিত যে-কোন সংবাদ গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেয়া। অন্যথায় পরবর্তীতে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে। আয়াতটি প্রমাণ করছে পাপিষ্ট ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণের পূর্বে যাচাই-বাছাই করতে হবে।

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

(وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ج وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ)

“এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; তারাই তো পাপাচারী।” (সূরা নূর ২৪ : ৪)

দীনের ব্যাপারে ফাসিক তথা পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণ করা যাবে না এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত। আয়াতটি দুটি বিষয় প্রমাণ করছে :

১. ফাসিক ব্যক্তি কোন সংবাদ দিলে তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করা ওয়াজিব।

২. ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণ করা আবশ্যক।

উক্ত আয়াতের আলোকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীসে গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই, সংরক্ষণ ও অন্যের কাছে বর্ণনার সময় সতর্কতা অবলম্বন এবং বর্ণনাকারীদের বিশস্ততার প্রতি খেয়াল রেখেছেন।

সুতরাং একজন ব্যক্তির কোন বিষয়ে আমল করার পূর্বে সে সম্পর্কে সঠিক প্রমাণ জেনে নেয়া আবশ্যক। অন্যথায় কখন যে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে নিজেও বুঝতে পারবে না। আর ধর্মসহ যে-কোন বিষয়ে কেউ কোন সংবাদ দিলে তা যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে। বিশেষ করে বর্তমানে মিডিয়াগুলো অমুসলিম ও বামপন্থিদের কর্তৃত্বাধীন, তারা কোনদিন মুসলিমদের কল্যাণ ও উন্নতি চায় না, তাই তারা মুসলিমদের ব্যাপারে সঠিক সংবাদ প্রচার করবে না। তিলকে তাল বানাবে, সত্য গোপন করে মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করবে। মুসলিম সাংবাদিকদের উচিত সঠিক তথ্য প্রচার করা, সত্য গোপন না করা।

نٰدِمِيْنَ অর্থাৎ সংবাদ যাচাই বাছাই না করত : তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে মিথ্যা সংবাদকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে সত্য সংবাদকে মিথ্যা বলে, মুসলিমদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে এবং সমাজে ভুল সংবাদ প্রচারের জন্য পরে আফসোস করবে।

সাহাবীদের ন্যায়পরায়ণতা : সাহাবীরা নিষ্পাপ নন, তাদের দ্বারাও কবীরা গুনাহ হতে পারে যা তাৎক্ষণিক ঈমানী দুর্বলতার প্রমাণ বহন করে। তাদের দ্বারাও কবীরা গুনাহ হলে দুনিয়াতে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা হত, যেমন স্বয়ং নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবী মায়েযকে ব্যভিচার করার কারণে পাথর মেরে হত্যা করে ছিলেন। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনানুপাতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদাহ হল সাহাবী গুনাহ করতে পারেন, তবে এমন কোন সাহাবী নেই যিনি গুনাহ থেকে তাওবা করেননি। সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন–

((رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

"আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।" (সূরা বাইয়্যিনাহ ৯৮ : ৮) গুনাহ ক্ষমা করা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তারা সন্তুষ্টির ওপরই মৃত্যুবরণ করবেন।

তাছাড়া সাহাবীদের নেকীর কাজের তুলনায় গুনাহর কাজ খুবই কম ছিল। তারা ইসলামের জন্য নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করেছেন, নিজেদের ঘর-বাড়ি বিসর্জন দিয়েছেন; এরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর। তাদের ভাল কাজের নেকী সাধারণ মুসলিমদের থেকে বহুগুণ বেশি। তারা এমন মুহূর্তে ইসলামকে সহযোগিতা করেছেন যখন ইসলামের নাবীকে হত্যা ও ইসলামকে বিদায় করার জন্য কাফিররা ঐক্যবদ্ধ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : সে সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ তোমাদের কেউ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করলেও তাদের এক মুদ অথবা তার অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। (সহীহ বুখারী হা. ৩৬৭৩)

সুতরাং সাহাবীদের ব্যাপারে আমাদের জবান ও অন্তর সম্পূর্ণ স্বচ্ছ থাকবে। আমরা বিশ্বাস করব আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তাঁরা উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

(وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ)

অর্থাৎ জেনে রেখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদ্যমান রয়েছেন। সুতরাং তোমরা তাঁকে সম্মান কর, আদবের সাথে কথা বল। তাঁর দিক নিদের্শনা মেনে চল। কেননা তোমাদের কল্যাণ সম্পর্কে তিনি অধিক জানেন, তিনি তোমাদের প্রতি অধিক দয়ালু।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(اَلنَّبِيُّ أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)

“নাবী মু’মিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক ঘনিষ্ঠ।” (সূরা আহযাব ৩৩ : ৬)

(لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ)

অর্থাৎ যে সকল সংবাদ তোমরা দিয়ে থাক তিনি যদি সে সকল সংবাদের ব্যাপারে তোমাদের অনুসরণ করতেন তাহলে তোমরাই কষ্টে পতিত হতে।

যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

(وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط بَلْ أَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ)

“সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত তবে বিশৃংখল হয়ে পড়ত আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই। বরং আমি তাদেরকে উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” (সূরা মু’মিনুন ৪০ : ৭১)

(وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ)

অর্থাৎ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে নিয়েছেন এবং তা তোমাদের জন্য হৃদয়গ্রাহী করেছেন। ফলে তোমাদের ঈমান বিনষ্ট হয় এমন কোন কাজ হবে না।

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা সুস্পষ্ট করে বলেন যে, তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

(مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ج وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا)

“আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।” (সূরা কাহফ ১৮ : ১৭)

আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে কুফরী ও পাপাচার অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। ফলে তোমরা পাপ কাজে লিপ্ত হবে না, শয়তানের প্রয়োচনায় লিপ্ত হলেও তাওবা করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চেয়ে পাপের কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ করে বলতেন :

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ

হে আল্লাহ তা'আলা! তুমি আমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দাও এবং আমাদের অন্তরকে তা দ্বারা সুশোভিত করে দাও। আমাদের নিকট কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতা অপছন্দনীয় করে দাও। আমাদেরকে সুপথ প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল করে নাও। (নাসাঈ হা. ৬০৯, সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ) অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : যে ব্যক্তির ভাল কাজ তাকে আনন্দ দেয় এবং মন্দ কাজ তাকে কষ্ট দেয় সে ব্যক্তি মু'মিন। (তিরমিযী হা. ২১৬৫, সনদ সহীহ)

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. যে কোন সংবাদ তড়িঘড়ি করে গ্রহণ না করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গ্রহণ করা উচিত। তবে আল্লাহ তা'আলা যে সংবাদ দিয়েছেন তা যাচাইয়ের ঊর্ধ্বে।

২. সাহাবীদের ব্যাপারে এমন কথা বলা উচিত নয় যাতে তাদের ন্যায়পরায়ণতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

৩. নাবী-রাসূলদের পরেই সাহাবীদের মর্যাদা।

৪. অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার উৎসাহ পেলাম।

৫. সাংবাদিকদের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে জানলাম।